ডায়মণ্ড কমিকস্

DB-196 8.00

লম্বু-মোটু আর গ্রীন সিগন্যাল

লম্বু-মোটু আর গ্রীন সিগন্যাল

কাহিনী: অশ্বিনী নীরদ

সম্পাদক: গুলশন রায়

স্কুলের ছাত্রভর্তি একটা বাস ভ্রমণে যাচ্ছিল। ছাত্রদের মধ্যে লম্বু-মোটুও ছিল। বাসের মধ্যে ছাত্ররা মজায় হৈ-হুল্লোড় করছিল।

INTERCOSMOS MOVIE FEATURES,

হঠাৎ ওদের বাসকে একটা ভ্যান ওভারটেক করে সামনে বেরিয়ে গেল –

ও... ওরা তো একেকজন ভয়ংকর আতংকবাদী! ওদের ওপর কয়েক ডজন ডাকাতি এবং প্রায় ৭২ জন নির্দোষ লোককে খুন করার অভিযোগ প্রমাণ হয়ে গেছে! হাইকোর্ট ওদের ৬ জনকে মৃত্যুদণ্ড আর বাকী ৪ জনকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে!
হ্যাঁ! আমরা আমাদের সেই ১০ জন সাথীকে মুক্ত করাতে চাই! সরকার এবার বাধ্য হবে ওদের মুক্তি দিতে। কারণ, সরকার এ দশজনের মুক্তির বদলে তোমাদের বহাল তবিয়তে ফিরে পেতে চাইবে!

হুম! তাহলে এরা 'ব্ল্যাক ল্যান্ড টাইগার ফোর্স' নামক দেশের সবচেয়ে বড় আর সংগঠিত চক্রের সদস্য! ওরা জেল থেকে নিজেদের সাথীদের মুক্ত করাতে চায়!

তখনই দলের সর্দারের নির্দেশে ড্রাইভারের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে থাকা মুখোশধারী ড্রাইভারকে আদেশ দিল —
ইঞ্জিন স্টার্ট কর আর ঐ ভ্যানটার পেছনে চল!
যো হুকুম!

কিন্তু আপনারা এখান থেকে সরকারকে কি করে বাধ্য করবেন আপনাদের দাবী মানতে? সরকার জানবে কি করে যে, আপনারা বাস হাইজ্যাক করেছেন?
আমাদের হেড-কোয়ার্টার থেকে এতক্ষণে এই খবরটা পুলিশ হেড-কোয়ার্টারে চলে গেছে!
হয়তো এই খবরটা এতক্ষণে দাবানলের মত গোটা শহরে ছড়িয়ে পড়েছে! পুলিশের বড় কর্তারা, গোয়েন্দা অফিসার এবং দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতারা হয়তো জরুরী মিটিং-ও ডেকে ফেলেছে!

লম্বু জেনে শুনে নিজের সীটের কাছে দাঁড়ানো মুখোশধারীদের লীডারের সঙ্গে কথা বলে ওর মনোযোগ নিজের প্রতি আকৃষ্ট করছিল! যাতে মোটু নিজের লকেট ট্রান্সমিটার অন করতে পারে!
কিন্তু আপনি এই বাসকে মীরপুরের জঙ্গলের দিকে কেন নিয়ে যাচ্ছেন? আপনাদের হেডকোয়ার্টার কি জঙ্গলে?
মোটু নিজের লকেট ট্রান্সমিটার অ… নিয়েছিল! ও বলল এবার, কারন এখন ওর এবং ওর আশেপাশের প্রত্যেকের গলা ই. কাকু নিজের ট্রান্সমিটারে শুনছিলেন হয়তো. আর যদি উনি না থাকেন, তাহলে ট্রান্সমিটারে লাগানো টেপরেকর্ডারে সব কথা বার্তা টেপ হয়ে যাবে!
আমাদের হেডকোয়ার্টার কোথায়, সেটা আমাদের দলের মাত্র কয়েকজন সদস্যই জানে!

আর বকবক কোরনা, চুপ করে বসে থাক!

কাকু ঠিকই বলছেন, মোটু! ফালতু বকিস না আর.... নয়তো উনি রেগে উঠলে ওনার স্টেনগানের সব কটা গুলি তোর শরীরে ঢুকে যাবে!

আরে! আপনি তো বাসকে সত্যি-সত্যি মীরপুরের সেই ভয়ংকর জঙ্গলে ঢুকিয়ে আনলেন, যেখানে বাঘ-সিংহ ঘোরে!
ভয় পাওয়ার দুর্দান্ত অভিনয় করে মোটু বলল, যাতে ট্রান্সমিটার দ্বারা ওর কথা ই. কাকুর ট্রান্সমিটারে পৌঁছে যায়! যাতে উনি বুঝতে পারেন যে আতঙ্কবাদীরা বাস নিয়ে কোথায় পৌঁছে গেছে!

INTERCOSMOS MOVIE FEATURES

এই ফাঁকে ব্ল্যাকল্যাণ্ড টাইগার ফোর্স থেকে পুলিশ মুখ্যালয়ে বাস অপহরণের খবর পৌঁছে যাওয়ায় পুলিশ মুখ্যালয়ে আতংক ছড়িয়ে পড়েছিল। পুলিশের আই.জি. ফোনে গৃহমন্ত্রীকে এই খবরটা দিয়ে দিয়েছিলেন। শহরের সব সীমান্ত সীল করে দেওয়া হল। পুলিশ এবং গুপ্তচর বিভাগ কাজে লেগে পড়ল, বর্তমানে গৃহমন্ত্রীর অফিসে এই ঘটনা নিয়ে জরুরী শলা-পরামর্শ হচ্ছিল!

স্যার! ব্ল্যাকল্যাণ্ড টাইগার ফোর্স অন্য সব আতংকবাদী সংগঠনের চেয়ে বেশী সংগঠিত, নির্মম এবং বিপজ্জনক! রেকর্ড বলছে, আজ পর্যন্ত ওরা যা বলেছে, তা করে দেখিয়েছে! আমার পরামর্শ হল যে, নির্দোষ বাচ্চাদের বাঁচাতে ওদের শর্ত মেনে নেওয়া উচিত!

এস.পি. পাণ্ডে ঠিকই বলেছেন, স্যার! ওদের মুক্তি দেওয়া ছাড়া আর কোন রাস্তা খোলা নেই আমাদের কাছে! দেরী করলে হয়তো নির্মম আতঙ্কবাদীরা দু-চারজন নিরীহ বাচ্চাকে খুন করে ওদের লাশ আমাদের উপহার হিসেবে পাঠাবে!

ঠিক তখনই টেলিফোন বেজে উঠলে সবাই চমকে উঠল। মন্ত্রী মশায়ের ইশারায় স্বরাষ্ট্র সচিব ফোন তুললেন —
ক্রিং ক্রিং ক্রিং ক্রিং...

হ্যাঁ, স্বরাষ্ট্রসচিব গোপীনাথ বলছি!
স্যার... ফোনটা আই. জি. সাহেবকে দিন! ওনার সঙ্গে অত্যন্ত জরুরী কথা আছে!
BANGLAPDF.NET

রিসিভার এবার আই. জি.-র হাতে তুলে দেওয়া হল —
ইয়েস! আই. জি. বলছি!
স্যার! আমি ই. বলবীর বলছি!
!?
!
ব্ল্যাকল্যান্ড টাইগার ফোর্স দ্বারা অপহৃত স্কুল বাসের খোঁজ পাওয়া গেছে, স্যার! বাসটা এখন মীরপুর জঙ্গলের পূর্বদিকে তৈলা মিলের কাছে রয়েছে। বাসে স্কুলের অন্যান্য বাচ্চাদের সঙ্গে লম্বু-মোটুও আছে!
লম্বু-মোটু?
বরাবরের মত এবারও নিজেদের চমৎকারী অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে পিকনিকে গেছিল! কয়েক মিনিট আগে আমি ওদের মেসেজ পেয়েছি যে, ব্ল্যাকল্যান্ড টাইগার ফোর্সের শর্ত যেন মেনে নেওয়া হয়!
মানে সেই সব ভয়ংকর আতংকবাদীদের মুক্তি দেওয়া হবে?

ওরা চায়টা কি ?
সবার আগে আপনাকে ওদের দশজন সাথীকে মুক্তি দিতে হবে। তারপর প্ল্যান অনুযায়ী......
!?
!?
!??
!?
ইং. বলবীর আই. জি. কে সব প্ল্যান খুলে বললেন। যা শুনে আই. জি.-র মুখের সমস্ত চিন্তার ছায়া দূর হয়ে গেল !

এসব কিছু অত্যন্ত গোপনভাবে হবে, স্যার! এই প্ল্যানটাও বানিয়েছে লম্বু-মোটু ! ওরা বলছে, আমরা যদি সব কিছু গোপন রেখে সাবধানতার সঙ্গে ওদের সাহায্য করি, তাহলে ওরা শুধু বাসের সব বাচ্চাদেরই ওদের চক্কর থেকে মুক্ত করবে না, তার সঙ্গে ব্ল্যাক ল্যান্ড টাইগার ফোর্সের হেডকোয়ার্টারের খোঁজও লাগিয়ে নেবে, তারপর হয়তো দেশের এই সবচেয়ে শক্তিশালী সংগঠনকে নির্মূল করাও সম্ভব হয়ে যাবে !

ঠিক আছে ! ছোঁড়া দুটোর প্ল্যানটা ভালোই ! এখন থেকে মোটামুটি একঘন্টা পর ব্ল্যাক ল্যান্ড টাইগার ফোর্সের ফোন আসবে ! তখন আমি ওদের শর্ত মেনে নেব আর ও কিভাবে নিজেদের বন্দী সাথীদের মুক্ত করাতে চায়, সে খবর আপনাকে দেব !
ধন্যবাদ স্যার ! এটা জেনে আমি অত্যন্ত খুশী হলাম যে, আমার মতই লম্বু-মোটুর ওপর আপনার ভরসা আছে ।

আমি এটা মানে করি ইং. বলবীর যে, বিশ্বাসের অপর নাম লম্বু-মোটু ! ভারতমাতার এ দুজন সুযোগ্য সন্তান আজ পর্যন্ত কারও বিশ্বাস ভঙ্গ করেনি ! ওদের বানানো প্ল্যান আজ পর্যন্ত কোন দিনও ব্যর্থ হয়নি ! শত্রুও ওদের প্ল্যানের সম্বন্ধে আজ পর্যন্ত কখনো আগে থেকে জানতে পারে নি !

INTERCOSMOS MOVIE

এসব আমি এজন্য বলছি স্যার, কারন আমি লম্বু-মোটুকে প্রান দিয়ে ভালবাসি! ওরা বর্তমানে এমন এক ভয়ংকর খেলা খেলতে যাচ্ছে, যে খেলায় মৃত্যুর ভয় সর্বক্ষন রয়েছে! হয়তো বিজয়ের খুশীর বদলে আমাকে আমার প্রানাধিক প্রিয় লম্বু-মোটুর মৃত্যুর আঘাতও সহ্য করতে হতে পারে! তাই ....

ঠিক আছে! আপনি যেমন চাইবেন, তেমনই হবে! আমি নিজে থেকে কোন স্টেপ নেব না। আপনি বা আপনার শিষ্য লম্বু-মোটুর নির্দেশমতই সব কিছু হবে!

এই ফাঁকে মীরপুরের জঙ্গল থেকে আতংকবাদীরা ওয়াকী-টকী দ্বারা নিজেদের মুখ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল। ওরা খবর পেল—
ইয়েস... ব্ল্যাক কোবরা ওয়ান.... রিসিভিং মেসেজ... ওভার!
ব্ল্যাক কোবরা ওয়ান... আমাদের অপারেশন সফল! সরকার আমাদের দশজন সাথীকে জেল থেকে মুক্তি দিতে রাজী হয়ে পড়েছে!

সরকার এটাও মেনে নিয়েছে যে, আগে আমাদের দশজন সাথী জেল থেকে মুক্তি পাবে, তারপর আমরা এই স্কুল বাস মেন হাইওয়েতে ছেড়ে দেব! কিন্তু ......
TATA

স্কুল বাস ছাড়ার আগে কি করতে হবে, সেটা জান তো ?
হ্যাঁ! সব জানি। পুলিশ বাসে উঠে গুলিতে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া বাচ্চাদের লাশ পাবে! শুধু ড্রাইভারকে জ্যান্ত ছাড়া হবে, যাতে ও বাসকে মেন হাইওয়ে পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে!

গুড! এবার আমাদের দশজন সাথী আমাদের কাছে পৌঁছে গেলে তোমরা পরবর্তী নির্দেশ পাবে!
ও.কে.!

বাসে –
ওর মুখের খুশী বলছে যে, ও ওর সাথীদের মুক্তির খবর পেয়ে গেছে!

এবার আমাদের কাজ শুরু করে দেওয়া উচিত!

হঠাৎ মোটু নিজের জায়গা থেকে উঠে পড়ে কড়ে আঙুল দেখিয়ে বাথরুমে যাবার জন্য অনুমতি চাইল!
ছোঁড়া বাইরে যেতে চায়, যেতে দেব ?
যেতে দাও! এই নাদুস-নুদুস ছেলেটা আমাদের কি করবে ?

অনুমতি পেতেই মোটু দরজার দিকে এগোল –

INTERCOSMOS MOVIE FEATURES,

অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে ওঁদের অভিনয় করতে-করতে মোটু প্রস্রাব করার জন্য ঝোপের আড়ালে চলে গেল—

ওখানে ও এমনভাবে বিড়বিড় করতে লাগল, যেন ও কারও সঙ্গে কথা বলছে। আসলে ওর লকেট ট্রান্সমিটার অন ছিল! ওর বিড়বিড়ানি ই. বলবীর নিজের ট্রান্সমিটারে শুনছিলেন!

যে দুজনের পকেটে মোটু ক্যাপসুল বোম রাখতে পারেনি, ওরা লম্বু-মোটুর সীটের পেছনে দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিল!

ফেরার সময় মোটু পেছনের সীট দিয়ে বাসে চড়ল!

আর ওদের পাশ দিয়ে যাবার সময় ওদের পকেটেও ক্যাপসুল বোম ঢুকিয়ে দিল!

তারপর নিশ্চিন্তে নিজের সীটে বসে পড়ল—

INTERCOSMOS MOVIE FEATURES,

সব বাচ্চারা মুক্তির আশায় খুশী হয়ে উঠল! কিন্তু লম্বু-মোটু এটা জানত যে, এবার বড় ভয়ংকর সময় আসছে!
সবাই এক লাইনে দাঁড়িয়ে পড়!

সব বাচ্চারা এক লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ল আর ওদের সামনে কিছুটা দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়ে পড়ল সেই শয়তান মুখোশধারীরা।
এবার তোমাদের মুক্ত করে দিচ্ছি! একেবারে জীবন থেকে মুক্তি!
দাঁড়াও!

তার আগে নিজেদের সর্দারের দিকে দেখে নাও... হয়তো ও কিছু বলতে চায়!

লম্বুর কথায় মুখোশধারীরা যেই নিজেদের সর্দারের দিকে তাকাল, মোটু সেই মুহূর্তে নিজের হাতঘড়িতে লাগানো রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপে দিল—
চড়াম্!
বোতাম টেপামাত্র সর্দারের পকেটের ক্যাপসুল বোমা ফেটে গেল আর—
দেখছ তোমরা... তোমাদের অবস্থাও তোমাদের সর্দারের মতই হতে পারে! সুতরাং, নিজেদের বন্দুক ফেলে দাও!
বাজে বকছে এ, সবার আগে একে শেষ কর!
এক মুখোশধারী গর্জে উঠল—

কিন্তু পরমুহূর্তেই ওর শরীরও টুকরো-টুকরো হয়ে পড়ল—
এখনও কি তোমাদের বোঝাতে হবে যে, তোমাদের সবার মৃত্যু আমার হাতের মুঠোয়? তোমাদের আমি যে কোন মুহূর্তে শেষ করে ফেলতে পারি!
!?

একজন মুখোশধারী চালাকি দেখাবার চেষ্টা করতে গেল, ও লম্বুকে নিজের
স্টেনগানের নিশানা বানাবার আগেই মোটু আবার রিমোট কন্ট্রোল টিপে দিল –
ধড়াম
!?

এবার আমি তিন পর্যন্ত গুনব! তারপরও যদি তোমাদের মধ্যে কারো হাতে বন্দুক থাকে, তাহলে তার অবস্থাও এই রকমই হবে!

লম্বু গুনতে শুরু করল–
এক.... দুই....

তিন!
কিন্তু তিন পর্যন্ত শোনার পরও তিনজন মুখোশধারীর হাতে বন্দুক ছিল-

পরমুহূর্তে ওদের একজনের শরীরে বিস্ফোরণ হতেই বাকী দুজন বন্দুক ফেলে দিল!
ধড়াম

লম্বুর আদেশে বাচ্চারা এগিয়ে গিয়ে ওদের বন্দুক তুলে নিল!

এবার বল, তোমাদের মুখ্যালয় কোথায়?
ন... নাঃঃ

চোখের পলকে লম্বুর
ঘুঁষি সেই মুখোশধারীর
চোয়ালে আছড়ে
পড়ল —

হঠাৎ —
আঃঃঃহ্... বাস... বলছি...
এখান থেকে দ... [illegible] কি.মি.
দূরে [illegible] ধার... ছোট্ট
পাহাড়ীর একটা গোপন
গুহায় আমাদের
মুখ্যালয়!
তোমাদের অন্য আড্ডা
কোথায় - কোথায়?
আর জেল থেকে মুক্তি
পাওয়া দশজনকে কোথায়
পৌঁছানো হবে?

এইসব কথাবার্তা ই. বলবীর নিজের ট্রান্সমিটারে
শুনছিলেন। উনি সেই খবরগুলো তখুনি
আই. জি-কে পৌঁছে দিচ্ছিলেন।
এবার শুনুন স্যার!
ব্ল্যাক ল্যান্ড টাইগার
ফোর্সের অন্য সব
ঠিকানাও জানা
গেছে!

ওদিকে আই. জি. কম্যান্ডো
দলকে ই. বলবীরের বলা ঠিকানায়
লম্বু মোটুকে সাহায্য করার
জন্য পাঠাতে যাচ্ছিলেন

এর প্রায় আধঘন্টা পর মীরপুরের জঙ্গলে —
পুলিশ!
নাও, তোমাদের নিয়ে
যাওয়ার ব্যবস্থাও
হয়ে গেছে!

পুলিশ সুপার রঘুনাথ সিং কমান্ডো দলের পরিচালনা করছিলেন। উনি লম্বু মোটুকে ভালভাবে চিনতেন। ওনার কাছে লম্বু-মোটু জানতে পারল –
জেল থেকে দশজনকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারটা ছিল নাটক মাত্র। ওদের বদলে ওদের মত মুখোশ পরা পুলিশদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে!
তারমানে আপনারা নিশ্চিত ছিলেন যে, আমাদের তরফ থেকে গ্রীন সিগন্যাল
INTERCOSMOS
ই. বলবীরের বিশ্বাস ছিল। উনি বলেছেন, লম্বু-মোটু বেঁচে থাকতে বাচ্চাদের কোন ক্ষতি হবে না!
কিন্তু ঐ গ্রীন সিগন্যাল-টা কি জিনিষ? আর তুমি গ্রীন সিগন্যাল দিলে কখন?
গ্রীন সিগন্যাল ছিল আমার এই লকেট, এটা দ্বারা এখানকার সব কথাবার্তা ই. কাক্কু শুনতে পারছিলেন। উনি যখন জানতে পারলেন যে, আমরা এই শয়তানদের কাবু করে ফেলেছি, উনি তখন সেটাকেই গ্রীন সিগন্যাল হিসাবে ধরে নিয়েছেন!